শিষ্যত্বের বিকাশ

অপরিহার্য শিক্ষা

ক্ষমা ও পুনর্মিলন

পাঠ ৩: ক্রোধ ও অহঙ্কার

''মন্ডলীর একজন পরিচালকের সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল আর তার জন্য আমি বিগত ছ'মাস ধরে গীর্জায় যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। আমার এতটাই খারাপ লেগেছিল যে মন্ডলীর যে কোন কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছি।''

আমার স্বর্গীয় পিতা ও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।

(মথি ১৮:৩৫ পদ)।

প্রভু তাঁর শিষ্যদের বলছেন, নিজের ভ্রাতার চোখ থেকে কুটা বার করার আগে বরং নিজেদের চোখ থেকে কড়িকাট বার করে নিতে। এর অর্থ হল আমাদের আশপাশের যারা আছে তাদের ছোট ছোট পাপ খুঁজে বার করার আগে বরং যত্ন সহকারে ও সৎভাবে নিজেদের বড় বড় পাপ বিবেচনা করা দরকার।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানুষ খুব সহজেই ভ্রান্ত হয়। তারা আমাদের নিরাশ করবে, আঘাত দেবে ও অসন্তুষ্ট করবে কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের অনুগ্রহপূর্ণ হওয়া দরকার আর তাদের ক্ষমা করা উচিৎ। কারণ আমরাও ত পাপী।

অনেক মানুষ আগে আগেই নিজেদের নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আমরা অনেকেই মনে করি যে, আমরা যা যা সিদ্ধান্ত নিই তার পেছনে উপযুক্ত ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব কিন্তু যখন মনে হয় যে, আমরা তা পারব না তখন সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নিই। আমরা ভাবি যে, যা আমরা করেছি কিছুটা হলেও তা যুক্তিযুক্ত আর আশা করি যে, যার প্রতি অন্যায় করেছি সেও এটা মেনে নেবে আর ক্ষমা করে দেবে কিন্তু একই রকম ক্ষেত্রে অন্যদের প্রতি আমরা এত সহজ ব্যবহার করি না। যখন আমরা অন্যের কাজের বা কোন সিদ্ধান্তের বিচার করি তখন তারা যতই ন্যায্য হোক আমরা তা মানতে চাই না, তাদের কাজের ভুল বার করতে থাকি। যেভাবেই তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করুক আমরা তা উপেক্ষা করি কিন্তু যদি আমরা তাদের জায়গায় থাকতাম তাহলে হয়ত তাদের মতই করতাম এরকম কেন?

বাইবেল বলে এটা অহঙ্কার। আমরা নিজেদের সম্পর্কে বেশী উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবি। আমরা আশা করি যে, খারাপ ব্যবহার করলেও আমরা ভালই থাকব, আখেরে কিছু হবে না। আমরা ভাবি, যদি অন্যরা বোঝে যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সে কাজ করেছি তাহলে তারা সহজেই আমাদের ক্ষমা করে দেবে কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যেরা যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে কোন কাজ করেছে বা কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না।

এই ব্যাপারে বাইবেল একটা খুব সুন্দর ছবি তুলে ধরেছে। প্রভু তাঁর শিষ্যদের বলছেন নিজের ভ্রাতার চোখ থেকে কুটা বার করবার আগে বরং নিজেদের চোখ থেকে কড়িকাঠ বার করে নিতে। এর অর্থ হল আমাদের আশপাশে যারা আছে তাদের ছোট ছোট পাপ খুঁজে বার করার আগে বরং যত্ন সহকারে ও সৎভাবে নিজেদের বড় বড় পাপ বিবেচনা করা দরকার। (লূক ৬:৪১-৪২ পদ)।

এমনই একটা উদাহরণ আমরা পাই কম্বোডিয়া থেকে। মন্ডলীর পরিচালক গণের থেকে ''নিসায়'' আঘাত পেয়েছিল। ঘটনাটা এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে, সে সেই মন্ডলীই ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি আঘাত এতটাই গভীর ছিল আর মন্ডলীর পরিচালকগণের উপর তার ক্রোধ ও প্রতিহিংসার জন্য সে মন্ডলীর সমস্ত কিছু এমনকি ঈশ্বরকেও এড়িয়ে চলতে শুরু করল। তার ক্রুদ্ধ ক্ষমাহীন হৃদয় তাকে খ্রীষ্টের দেহ থেকে পৃথক করে দিল এবং সেটা সে মেনেও নিল। যাদের আপনি ভালবাসেন কোন দুঃখজনক ঘটনার জন্য তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে আপনি কি কখনও বাধ্য হয়েছেন?

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানুষ খুব সহজেই ভ্রান্ত হয়। তারা আমাদের নিরাশ করবে, আঘাত দেবে ও অসন্তুষ্ট করবে কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার আর তাদের ক্ষমা করা উচিৎ। কারণ আমরাও ত পাপী। আমরাও আমাদের প্রিয়জনদের হতাশ করে থাকি, ব্যর্থ করে থাকি। এখানেই আমরা পাই ক্ষমার অনুগ্রহ, প্রভু যীশু প্রদত্ত অনুগ্রহ দ্বারা নম্র হওয়ার মাধ্যমে।

মথি লিখিত সুসমাচারে যীশু একটা উপমা দিয়েছেন যেখানে একজন দাস তার প্রভুর কাছ থেকে অনেক ঋণ নিয়েছিল কিন্তু তার প্রভু তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়। সেই দাসকে ঋণ পরিশোধ বা তা না করার জন্য কারাবাস কোনটাই করতে

হয় না । আর খুব খুশী হয়ে সে তার প্রভুর বাড়ী থেকে ফিরে যায় । ফেরার পথে তার এমন একজন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয় যে তার কাছ থেকে অনেক ঋণ নিয়েছিল । সেই মানুষটার প্রতি সেই একই অনুগ্রহ ও ক্ষমা যা সে সবেমাত্র পেয়েছিল তা না দেখিয়ে বরং উল্টে তাকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করল আর যতদিন না সে পরিশোধ করতে পারল তাকে আটকে রাখল । এটাই অহঙ্কার, সে দেখতে পেল না যে তার পাপটাই ততটাই বড় যতটা সে যেমনভাবে অনুগ্রহ পেয়েছিল তার উচিৎ ছিল তেমনভাবেই অনুগ্রহ করা ।

আমাদের রাগ আর অহঙ্কার আমাদের চোখ ঢেকে দেয় আর তাই আমরা সঠিকভাবে সবকিছু বিচার করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলি । আমাদের অহঙ্কার বলে, ''আমার পাপ ততটা জঘন্য নয় যতটা তোমার ।'' আমাদের রাগ বলে ''আমি কিছুতেই তোমায় ক্ষমা করতে পারব না যতক্ষণ না বুঝব তুমি আমার রাগকে প্রশমিত করতে পেরেছ আর ক্ষমা অর্জন করেছ ।''

নিসায়ের অভিজ্ঞতাও এরকমই । মন্ডলীর পরিচালগণের থেকে এত আঘাত পাওয়ার পর আর মন্ডলীকে ত্যাগ করার পর তার মনে হয়েছিল তার রাগ ন্যায্য । তারপর একদিন সে সুসমাচার শুনল আর তার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর নিজে তার সাথে কথা বলছেন । মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে তার বিরোধ আর তার রাগ ও অহঙ্কারপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সবকিছু সে যাচাই করে দেখল । সে বলেছিল ''যা কিছু আমি করেছিলাম, তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিলাম আর অনুভব করেছিলাম যে, ঈশ্বর আমাকে তাঁর সন্তানের মত করে তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য ডাকছেন ।'' ঈশ্বরের বাক্য নিসায়কে মুক্ত করেছিল এবং তাকে নম্রতা দিয়েছিল যা শুধুমাত্র তার হৃদয়কেই পরিবর্তিত করেনি, মন্ডলীর পরিচালকবর্গের সাথে তার সম্পর্কও পরিবর্তিত করেছিল । সে মনে মনে স্থির করেছিল যে, সে মন্ডলীর পরিচালকবর্গের সাথে দেখা করে তাদের কাছে ক্ষমা চাইবে আর তাদেরকেও ক্ষমা করে দেবে ।

যীশু বলেছেন মানুষকে আমাদের 'সত্তর গুণ সাতবার' (মথি ১৮:২২ পদ) ক্ষমা করা উচিৎ । এই সংখ্যা পর্যন্তই ক্ষমা করতে হবে তা নয়, এর অর্থ হল 'নিয়ত ক্ষমা করুন, বারংবার ক্ষমা করুন ক্ষমা করতেই থাকুন' । বারবার ক্ষমা করার জন্য অনেক নম্রতার প্রয়োজন । এর জন্য প্রয়োজন যেন পবিত্র আত্মা আপনার হৃদয়ে কাজ করেন, আপনাকে ক্রোধ ও অহঙ্কার থেকে মুক্ত করেন যা হয়ত অনুগ্রহপূর্ণভাবে অন্যকে ক্ষমা করতে বাধা দিতে পারে ।

আমরা প্রত্যেকেই অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ আর বারবার ক্ষমা পেয়েছি । প্রার্থনা করুন যেন আপনি নম্রতার সাথে সেই একই অনুগ্রহ অন্যের কাছেও প্রকাশ করতে পারেন ।

আমাদের রাগ আর অহঙ্কার আমাদের চোখ ঢেকে দেয় আর তাই অনেক সময় আমরা সঠিকভাবে সবকিছু বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি । আমাদের অহঙ্কার বলে, ''আমার পাপ ততটা জঘন্য নয় যতটা তোমার ।'' আমাদের রাগ বলে, ''আমি কিছুতেই তোমায় ক্ষমা করতে পারব না যতক্ষণ না বুঝব তুমি আমার রাগকে প্রশমিত করতে পেরেছ, আর ক্ষমা অর্জন করেছ ।''

''যা কিছু আমি করেছিলাম তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিলাম আর অনুভব করেছিলাম যে, ঈশ্বর আমাকে তাঁর সন্তানের মত করে তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য ডাকছেন ।''

পুনর্বিবেচনা

- আমরা আমাদের ভুল আর পাপময় মনোভাবগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি কিন্তু অন্যরা ভুল করলে খুব সহজে সেই একই রকম মনোভাব দেখাতে পারি না ।

- আমাদের ক্ষমাশীলতার ক্ষেত্রে আমাদের অহঙ্কার ও রাগ অনেক সময় মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ।

- যখন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ স্মরণ করব তখন আমরা অন্যকেও সবিনয়ে ক্ষমা করতে সক্ষম হব ।

আপনার মতামত

- এমন কেউ আছে যার প্রতি আপনি আপনার ক্ষমা প্রতিরোধ করে রেখেছেন? আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, সেটা আপনার রাগ ও অহঙ্কার যা আপনাকে তাদের ক্ষমা করা থেকে বিরত করেছে? প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনাকে নম্রতা দেন এবং সামর্থ দেন যেন আপনি ক্ষমা চাইতে পারেন এবং করতেও পারেন ।

- এমন কিছু সময় আসে যখন আমাদের প্রতি কৃত কোন অন্যায়ের ফলে আমাদের প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত রাগ প্রকাশ পায় । এই ন্যায়সঙ্গত রাগ আর অন্যায্য রাগের মধ্যে তফাৎ কি?

- ক্ষমা করতে পারা আর ক্ষমা পাওয়ার পক্ষে আমাদের অহঙ্কার কেমনভাবে বাধা দেয়?

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১ ।

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing